যুগান্তর

তারিখ 10 APR 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষক মূল্যায়ন জরুরি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যতীত উচ্চশিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব নহে। শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতিকে যেন কেহ পেশা হিসাবে গ্রহণ করিতে না পারে, সেই জন্য আইন করা জরুরি। শিক্ষার্থীরা যতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, ততদিন একজন শিক্ষকের চাকুরি থাকিবে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে যখন কোন শিক্ষক অনুপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হইবে, তখন তাহার বা তাহাদের চাকুরি চলিয়া যাইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন করিতে না পারিলে এই দেশে উচ্চশিক্ষার 'ধস' ঠেকানো যাইবে না। কেননা, এখনও দেশের ৮৫ শতাংশ উচ্চশিক্ষাই নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষকদের মধ্যে যাহার কারণে পরীক্ষার ফল প্রকাশ বিলম্বিত হইবে, তাহার নাম নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হউক। উপরিউক্ত বক্তব্য উঠিয়া আসিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০ বৎসর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শীর্ষক এক গোলটেবিলে। দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, সাবেক ভিসি, প্রবীণ-নবীন শিক্ষকগণ ঐ আলোচনা সভায় মিলিত হইয়া ইউসিজির মূল্যায়ন করিয়াছেন। তবে ঐ আলোচনার কেন্দ্র হইতেছে শিক্ষার্থী। গ্রামাঞ্চলের সকল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে না। যাহারা পারে, রাজনীতি ও দলীয়করণের কারণে তাহারাও প্রকৃত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকে। আর সবচাইতে বড় প্রশ্ন হইল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কারিকুলাম সময়োপযোগী কিনা। মূলত আমাদের উচ্চশিক্ষার কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচির সহিত কর্মজীবনের সাযুজ্য সামান্যই। এই কারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিংবা সোসিওলজিতে উচ্চশিক্ষিতকে গ্রহণ করিতে হয় ব্যাংকিং পেশা।

কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রয়োজনের বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষার শিকার। কম্পিউটার কলেজ স্তরে চালু হইলেও ইহার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয় নাই। এই বিষয়টি অন্তত স্পর্শকাতর এই কারণে যে, যুগটি এখন আইটির এবং বিশ্বজুড়িয়া চলিতেছে কারিগরি বিদ্যাজীবীদের কাল। আমরা শুধু কম্পিউটারের ব্যবহার শিখিয়া পাশ্চাত্যের সহিত টেক্কা বা টিকিতে পারিব না। শিখিতে ও শিখাইতে হইবে কম্পিউটার বিজ্ঞানের আদি-অন্ত, সফটওয়্যার, ডেভেলপিং এবং আরও অধিক টেকনিক্যাল নলেজ। শিক্ষা টেকনিক্যাল ও শিক্ষার্থীর জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য না হইলে উহা হইবে সার্টিফিকেটনির্ভর। সেই জন্যই শিক্ষক এবং শিক্ষা কারিকুলামের আধুনিকায়ন, সময় উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী যদি উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট লাভ করে, তাহা হইলে দেশের কলেজগুলির শিক্ষকদের শিক্ষাদান 'মান' যাচাই করা অতীব জরুরি। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল্যায়ন বিষয়টি যেমন পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক হইবে তেমনি শিক্ষকদের রাজনীতিও বন্ধ করিতে হইবে। ১৯৭৩ সালের স্বায়ত্তশাসন অপব্যবহারের কুফল জাতি ভোগ করিয়া চলিয়াছে। যাহারা বিবেকের তাড়না অনুভব করিবার কথা, তাহারাই অবিবেচকের মতো পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়ন, ফল প্রকাশসহ অপরাপর কর্ম সম্পাদনে অনীহার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। বাংলাদেশের নেতৃবর্গের মনে রাখা উচিত যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পটভূমির আলোকে গ্রহণ করা জরুরি নূতন শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি, যা আগামী দিনের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সাফল্যের সহিত মোকাবিলা করিতে পারে। ইউসিজির পরিকল্পনা সেই আলোকে প্রণীত হওয়া উচিত। শিক্ষকদের শুধু ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ না করিয়া কিংবা তাহাদের সীমাবদ্ধতার কারণ চিহ্নিত করিয়া নূতন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। সেইখানে অবশ্যই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের রাজনীতি করিবার রেওয়াজটি পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা আশা করিতে চাই, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ক্যাম্পাসগুলি রাজনীতিমুক্ত করিতে হইবে।